বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৮ ফাল্গুন ।।১৪৩২।।শনিবার ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৬৪ সংখ্যা ।।৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI
MEDICA NURSING HOME
মেডিকা নার্সিং
1910 2345 5674 1234 6

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো সার্জারি
অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি.
ইউ.এস.জি
গাইনো সার্জারি
জেনারেল সার্জারি
রক্ত পরীক্ষা
ও.পি.ডি.
ডিজিটাল এক্স-রে
ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 / 8967213824 /8637023374 / 8917598976

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৮ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৬৪ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

পাক মসজিদে বিস্ফোরণের ‘বদলা’ই লক্ষ্য, ভারতের বহু মন্দিরে হামলার ছক লস্করের!

একাত্তরের দালাল’! প্রথমবার ভাষা দিবসের শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে ‘পাকপন্থী’ জামাত

পরীক্ষাকেন্দ্রে জুতো পায়ে নয়, গ্রুপ সি ও ডি পরীক্ষায় টুকলি রুখতে একাধিক কড়া নির্দেশ এসএসসির

সব ভাষাকে সম্মান করি

ভাষার স্মরণে মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ,কলকাতা ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলা ও বাঙালির ওপর যেকোনও আঘাতের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে এক বিশেষ বার্তায় তিনি স্পষ্ট জানান, বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষায় তাঁর সরকার আপসহীন এবং যেকোনও ভাষার ওপর আক্রমণ এলে রাজ্যবাসী সম্মিলিতভাবে তা রুখে দাঁড়াবে।

ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা এবং বাংলার মনীষীদের অবমাননার অভিযোগে যখন রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়, ঠিক সেই আবহে মুখ্যমন্ত্রীর এই অঙ্গীকার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।এদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্ত-জীবনানন্দের বাংলা শুধু নয়, আমরা সব ভাষাকেই সম্মান করি। তিনি গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সরকারের আমলেই হিন্দি, সাঁওতালি, নেপালি, উর্দু, রাজবংশী, কামতাপুরী, পাঞ্জাবি এবং তেলুগুর মতো একাধিক ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি মানুষ যাতে নিজের মাতৃভাষায় পড়াশোনা করতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। রাজবংশী থেকে সাঁওতালি বিভিন্ন ভাষা অকাদেমি গঠনের মাধ্যমে ভাষাগত বৈচিত্র্যকে রক্ষা করার চেষ্টার কথাও তিনি মনে করিয়ে দেন।উল্লেখ্য, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে বাংলা ভাষার দাবিতে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারদের আত্মত্যাগ আজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ১৪৪ ধারা অমান্য করে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সেই লড়াই কালক্রমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আজ সেই অমর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, সকল ভাষা সমানভাবে সম্মাননীয়। একুশের এই পুণ্যদিনে অঙ্গীকার করছি, যদি কোনও ভাষার ওপর আক্রমণ আসে, আমরা সবাই মিলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব।

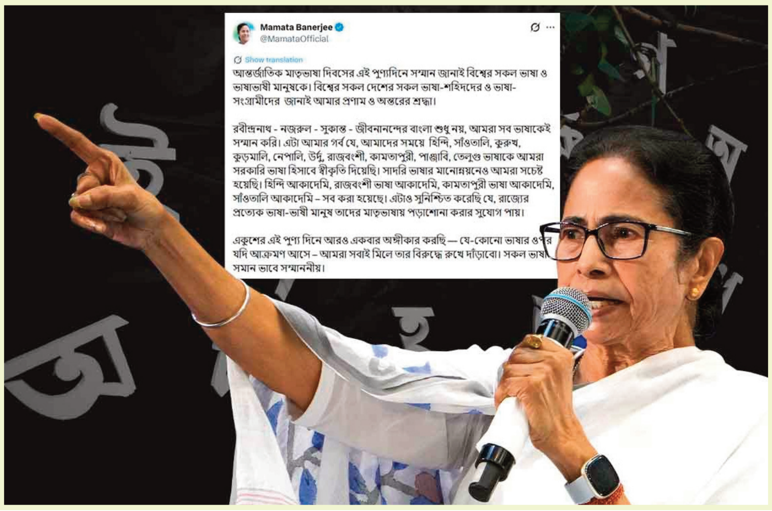

Mamata Banerjee
@MamataOfficial

Show translation

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এই পুণ্যদিনে সম্মান জানাই বিশ্বের সকল ভাষা ও ভাষাভাষী মানুষকে। বিশ্বের সকল দেশের সকল ভাষা-শহিদদের ও ভাষা-সংগ্রামীদের জানাই আমার প্রণাম ও অন্তরের শ্রদ্ধা।

রবীন্দ্রনাথ - নজরুল - সুকান্ত - জীবনানন্দের বাংলা শুধু নয়, আমরা সব ভাষাকেই সম্মান করি। এটা আমার গর্ব যে, আমাদের সময়ে হিন্দি, সাঁওতালি, কুরুখ, কুড়মালি, নেপালি, উর্দু, রাজবংশী, কামতাপুরী, পাঞ্জাবি, তেলুগু ভাষাকে আমরা সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছি। সাদরি ভাষার মানোন্নয়নেও আমরা সচেষ্ট হয়েছি। হিন্দি আকাদেমি, রাজবংশী ভাষা আকাদেমি, কামতাপুরী ভাষা আকাদেমি, সাঁওতালি আকাদেমি – সব করা হয়েছে। এটাও সুনিশ্চিত করেছি যে, রাজ্যের প্রত্যেক ভাষা-ভাষী মানুষ তাদের মাতৃভাষায় পড়াশোনা করার সুযোগ পায়।

একুশের এই পুণ্য দিনে আরও একবার অঙ্গীকার করছি — যে-কোনো ভাষার ওপর যদি আক্রমণ আসে – আমরা সবাই মিলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো। সকল ভাষা সমান ভাবে সম্মাননীয়।

বাজল ভোটের নির্ঘণ্ট

পয়লা মার্চ থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী

নয়া জামানা ডেস্ক ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই রাজ্যে পা রাখছে কেন্দ্রীয় আধাসেনা। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই ভোটারদের মনোবল চাঙ্গা করতে এবং শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে নজিরবিহীন তৎপরতা শুরু করল কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ১ মার্চ থেকেই দফায় দফায় রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে।শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিপি-র কাছে এই সংক্রান্ত একটি জরুরি চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলায় মোট ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। এই মোতায়েন প্রক্রিয়া চলবে দুটি পর্যায়ে। প্রথম দফায় ১ মার্চ আসবে ২৪০ কোম্পানি বাহিনী এবং দ্বিতীয় দফায় ১০ মার্চ বাকি ২৪০ কোম্পানি রাজ্যে প্রবেশ করবে।প্রথম দফায় আসা ২৪০ কোম্পানির মধ্যে সিআরপিএফ থাকছে ১১০ কোম্পানি। এছাড়া বিএসএফ ৫৫ কোম্পানি, সিআইএসএফ ২১ কোম্পানি এবং আইটিবিপি ও এসএসবি যথাক্রমে ২৭ কোম্পানি করে আসছে। ১০ মার্চ দ্বিতীয় দফায় আসবে আরও ১২০ কোম্পানি সিআরপিএফ, ৬৫ কোম্পানি বিএসএফ, ১৬ কোম্পানি সিআইএসএফ, ২০ কোম্পানি আইটিবিপি এবং ১৯ কোম্পানি এসএসবি। মূলত বিভিন্ন এলাকায় টহল দেওয়া, স্পর্শকাতর বুথগুলিতে নজরদারি বাড়িয়ে ভোটারদের সাহস বাড়ানো এবং ইভিএম-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য।এবারের নির্বাচনে বাহিনীর ব্যবহারে বিশেষ কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে। জানানো হয়েছে, প্রতি ৯ সেকশন আধাসেনার মধ্যে ৮ সেকশনকে সরাসরি মাঠের ডিউটি ও টহলদারির কাজে ব্যবহার করা হবে। বাকি ১ সেকশন বাহিনীকে রাখা হবে ‘কুইক রেসপন্স টিম’ হিসেবে। অর্থাৎ, কোথাও বড় ধরনের অশান্তি বা গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা হলে এই বিশেষ দক্ষ বাহিনী দ্রুত সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবে।সমগ্র বাহিনী মোতায়েনের রূপরেখা ও সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিআরপিএফ-এর ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্টরের আইজি সঞ্জয় যাদবকে। তিনি ছাব্বিশের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মূল সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করবেন।

অভিষেক-প্রতীক সাক্ষাৎ

শিবির বদল নিয়ে জল্পনা !

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ চব্বিশের লোকসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবারে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। সেই যুযুধান দুই মুখ; অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতীক-উর-রহমানকে ঘিরে এখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বাম শিবির ত্যাগ করার পর আজ, শনিবারই কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন প্রতীক? আমতলায় অভিষেকের অভ্যন্তরীণ বৈঠককে কেন্দ্র করে এই জল্পনা এখন মধ্যগগনে।তৃণমূল সূত্রে খবর, আজ দুপুর ১২টা নাগাদ আমতলার দলীয় কার্যালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এই কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ বা প্রতীকের যোগদানের বিষয়ে কোনও পক্ষই আনুষ্ঠানিক সিলমোহর দেয়নি, তবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা;এই মঞ্চ থেকেই প্রতীকের হাতে ঘাসফুলের পতাকা উঠতে পারে।গত সোমবারই সিপিএম-এর কাছে পদত্যাগপত্র পাঠান এই যুব নেতা। তারপর থেকেই বিমান বসুর মতো বর্ষীয়ান নেতাদের আহ্বানেও আর সাড়া দেননি তিনি। বরং গত কয়েকদিনে দলের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের একাধিক প্রকল্পের প্রশংসা শোনা গেছে তাঁর মুখে। যা তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে।প্রতীক-উর প্রসঙ্গে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। বিষয়টিকে ‘সন্তানহারা হওয়ার মতো বেদনাদায়ক’ বলে বর্ণনা করলেও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, গত দু-মাস ধরে প্রতীকের সঙ্গে দলের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল এবং তাঁর অন্য রাজনৈতিক যোগাযোগের খবরও দলের কাছে ছিল। ফলে রাজ্য কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলেও এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি আলিমুদ্দিন।

এবার ট্যাক্সি উড়বে আকাশে!

ভারতে প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত এয়ার ট্যাক্সি উন্মোচিত হল ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে।

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভারতে প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত এয়ার ট্যাক্সি উন্মোচিত হল ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে। দিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে এআই ইমপ্যাক্ট সামিট শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। এক সময় যে প্রযুক্তি শুধুমাত্র কল্পবিজ্ঞানেই শোনা যেত তা এখন বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে। কারণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি প্রথম এয়ার ট্যাক্সি পরিষেবা চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত। জানা গিয়েছে, এই এয়ার ট্যাক্সির উড়ান এবং অবতরণে রানওয়েরও প্রয়োজন পড়বে না। এটি তৈরি করেছে দ্য ই-প্লেন কোম্পানি, তাদের সহযোগিতা করেছে আইআইটি মাদ্রাজ।যানজটপূর্ণ শহরে ট্রাফিক জ্যাম কমাতেই এই প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে। তবে প্রচলিত বিমানের মতো রানওয়ে প্রয়োজন হয় না এই এয়ার ট্যাক্সির। এটি সরাসরি উল্লম্বভাবে উড়তে ও নামতে পারে, ফলে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ব্যবহার করা সহজ হবে।নির্মাণকারী সংস্থার দাবি, কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইউবি সিটি পর্যন্ত প্রায় ৩৬ কিলোমিটার পথ সড়কপথে যেতে সময় লাগে প্রায় দু'ঘণ্টা।ভাড়া লাগে প্রায় ১,০০০ টাকা। কিন্তু এয়ার ট্যাক্সিতে এই একই দূরত্ব মাত্র আট মিনিটে অতিক্রম করা সম্ভব হবে। যার ভাড়া পড়বে প্রায় ১,৭০০ টাকা। এই উড়োজাহাজের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, একবার চার্জে একাধিক স্থানে নামা সম্ভব। প্রতিবার অবতরণের পর আলাদা করে চার্জ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। হেলিকপ্টার বা বিমানের তুলনায় এই এয়ার ট্যাক্সিতে অনেক কম শব্দ হবে। শব্দের মাত্রা ১২০ ডেসিবেলের নিচে থাকবে, ফলে অনেক সময় ওপর দিয়ে এয়ার ট্যাক্সি উড়ে গেলেও তা টের নাও পাওয়া যেতে পারে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বিকল্প মিত্তল জানান, জ্বালানির সাহায্যে চলা হেলিকপ্টারের তুলনায় ব্যাটারিচালিত এই উড়োজাহাজ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে অনেক কম খরচ হবে।মিত্তল জানান, উড়োজাহাজের কাঠামো, প্রপেলার ও বডি সম্পূর্ণ ভারতে তৈরি হয়েছে আইআইটি মাদ্রাজের কারখানায়। যদিও চিপ ও মোটরের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দেশীয় নকশায় তৈরি হলেও উৎপাদন হয়েছে বিদেশে। মিত্তলের দাবি, ইউরোপ ও আমেরিকার বহু সংস্থা একই ধরনের প্রযুক্তি তৈরির চেষ্টা করলেও নিজেদের দেশে অনুমোদন পেতে সমস্যায় পড়েছে। কিন্তু ভারতে এই প্রকল্প ইতিমধ্যেই অনুমোদন পেয়েছে ডিজিসিএ-এর কাছ থেকে।চূড়ান্ত মডেল প্রস্তুত হলেই নিয়ন্ত্রক সংস্থার তত্ত্বাবধানে পরীক্ষামূলক উড়ান শুরু হবে। প্রথমে ২০২৭ সালে, সম্ভবত সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।প্রাথমিকভাবে পরিষেবা চালু হবে বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, পুনে, মুম্বই ও আহমেদাবাদে। এরপর ধাপে ধাপে দেশজুড়ে বাণিজ্যিক এয়ার ট্যাক্সি চালু করা হবে।বর্তমান প্রোটোটাইপে পাইলটসহ তিনজন বসার ব্যবস্থা রয়েছে। ভবিষ্যতে ১৯ আসনের বড় মডেল তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানানো হয়েছে সংস্থার তরফে।

লুকিয়ে বিয়ে আর নয়!

বিয়েতে এবার বাধ্যতামূলক পরিবারের 'সায়'

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ গুজরাটে বিয়ে নথিভুক্ত করার নিয়মকানুন এবার পুরোপুরি বদলে যেতে চলেছে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের দাবির মুখে রাজ্য সরকার এমন এক প্রস্তাব এনেছে, যেখানে বিয়েতে 'পরিবার'-এর ভূমিকাকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।রাজ্যের মন্ত্রী হর্ষ সাংভি জানিয়েছেন, গুজরাট বিবাহ নিবন্ধন আইনে বড়সড় বদল আনা হচ্ছে। নতুন নিয়মে বিয়ে রেজিস্ট্রি করা আগের মতো সহজ হবে না, বরং প্রতিটি ধাপ পেরোতে হবে কড়া নজরদারির মধ্যে দিয়ে। সবচেয়ে বড় চমক হলো পাত্র-পাত্রীর 'ঘোষণাপত্র'। বিয়ের আবেদনের সময় যুগলকে লিখিতভাবে জানাতে হবে যে, তাঁদের বিয়ের কথা বাবা-মা জানেন কি না। শুধু জানানোই নয়, আবেদনের ১০ দিনের মধ্যে সরকারি আধিকারিক নিজে কনের ও বরের বাড়িতে ফোন বা মেসেজ করে খবর দেবেন। আধার কার্ড তো বটেই, এমনকী বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র বা 'কঙ্কোত্রী' জমা দেওয়াও বাধ্যতামূলক হতে চলেছে। ফলে, চাইলেই এখন আর তড়িঘড়ি বিয়ে রেজিস্ট্রি করা যাবে না। প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী, আবেদনের পর শংসাপত্র পেতে অন্তত ৩০ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে বিয়ের ছবি এবং সাক্ষীদের সমস্ত তথ্য সরকারি পোর্টালে আপলোড করা হবে। গোটা প্রক্রিয়াটি ডিজিটাল হওয়ায় কারচুপির সুযোগ থাকবে না বললেই চলে। হর্ষ সাংভির কথায়, এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে যেখানে আবেদন করলেই বাবা-মায়ের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে খবর চলে যাবে। এতে অভিভাবকদের আবেগ যেমন মর্যাদা পাবে, তেমনই রক্ষা পাবে সবার অধিকার। সরকার দাবি করছে, সাধারণ মানুষের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়েই এই সিদ্ধান্ত। তবে এই নতুন পথে বাধা যে নেই, তা নয়।

সরকার নিজেই স্বীকার করেছে, বাড়ির লোককে জানানোর এই বাধ্যতামূলক নিয়ম অনেক যুগল বা আইন বিশেষজ্ঞের কাছে অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আপাতত ৩০ দিন সময় দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের মতামত জানানোর জন্য। শেষ পর্যন্ত এই আপত্তির জেরে আইনের খসড়ায় কোনও বদল আসে কি না, নজর এখন সেদিকেই।

মৃত্যু ঠিক কখন ঘটে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মৃত্যু ঠিক কখন ঘটে;হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার মুহূর্তে, নাকি মস্তিষ্কের সব কার্যকলাপ থেমে গেলে? এই প্রশ্ন বহুদিন ধরেই চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শন এবং সাধারণ মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, হৃদযন্ত্র থেমে যাওয়ার পরও কিছু সময়ের জন্য মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ টিকে থাকতে পারে। ফলে মৃত্যুর সংজ্ঞা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। সাধারণভাবে আমরা মনে করি, হৃদপিণ্ড বন্ধ হলেই মৃত্যু ঘটে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এটিকে বলা হয় কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট মানেই সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়;এমনটা নয়। হৃদযন্ত্র রক্ত পাম্প করা বন্ধ করলে মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, অক্সিজেনের অভাব শুরু হওয়ার পর কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট পর্যন্ত মস্তিষ্কে কিছু বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দেখা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা আইসিইউতে থাকা রোগীদের ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখেছেন, হৃদস্পন্দন থেমে যাওয়ার পরও ইইজি যন্ত্রে কিছু ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের তরঙ্গ ধরা পড়েছে। বিশেষ করে গামা ওয়েভ নামে পরিচিত উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ, যা সচেতনতা, স্মৃতি এবং স্বপ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা সাময়িকভাবে সক্রিয় থাকতে পারে। এই আবিষ্কার নেয়ার-ডেথ এক্সপেরিয়েন্স বা মৃত্যুপূর্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বহু মানুষ ক্লিনিক্যালি মৃত ঘোষণার আগে বা পরে অদ্ভুত আলোর ঝলক, জীবনের স্মৃতি ভেসে ওঠা বা শরীরের বাইরে থাকার অনুভূতির কথা বলেছেন। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার পর মস্তিষ্কে হঠাৎ রাসায়নিক পরিবর্তন ও বৈদ্যুতিক স্রোতের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এমন অভিজ্ঞতার পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে।তবে এর অর্থ এই নয় যে, হৃদযন্ত্র বন্ধ হওয়ার পর মানুষ দীর্ঘ সময় সচেতন থাকে। চিকিৎসকদের মতে, অক্সিজেন না পেলে মস্তিষ্কের কোষ দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্থায়ী ক্ষতি শুরু হয়। তাই জরুরি অবস্থায় দ্রুত সিপিআর বা ডিফিব্রিলেশন দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্যুর আইনি ও চিকিৎসাগত সংজ্ঞাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দেশে ব্রেন ডেথ বা মস্তিষ্ক-মৃত্যুকে প্রকৃত মৃত্যু হিসেবে ধরা হয়;যেখানে মস্তিষ্কের সব কার্যকলাপ স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়, যদিও কৃত্রিমভাবে হৃদযন্ত্র কিছু সময় চালু রাখা সম্ভব। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রেও এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য।সব মিলিয়ে বলা যায়, মৃত্যু একটি একক মুহূর্ত নয়, বরং একটি প্রক্রিয়া। হৃদস্পন্দন থামা সেই প্রক্রিয়ার শুরু হতে পারে, কিন্তু মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ নীরবতা ঘটে কিছুটা পরে। সাম্প্রতিক গবেষণা আমাদের বুঝতে সাহায্য করছে, জীবন ও মৃত্যুর সীমানা আগের ধারণার চেয়ে আরও জটিল।বিজ্ঞান যত এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে;মৃত্যু শুধু হৃদয়ের থেমে যাওয়া নয়, বরং পুরো শরীর ও মস্তিষ্কের সমন্বিত কার্যকলাপের চূড়ান্ত সমাপ্তি। আর সেই সমাপ্তির ঠিক আগের মুহূর্তগুলো এখনো রহস্যে মোড়া।

আসছে ভয়ঙ্কর গরম...

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ফেব্রুয়ারিতেই চরম গরম! চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই ৩০ ডিগ্রির ঘরে পারদ। সপ্তাহান্তে আরও গরম বাড়তে পারে। চলতি সপ্তাহান্তেই একধাক্কায় তাপমাত্রার পারদ আরও চড়বে জেলায় জেলায়।শীতের আমেজ একটু একটু করে গায়েব হয়েছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গ থেকে। ফেব্রুয়ারিতেই ৩০ ডিগ্রির ঘরে পারদ পৌঁছবে, আগেই তার পূর্বাভাস ছিল। মার্চে পারদ ৪০ ডিগ্রি ছোঁবে কিনা, তা ঘিরেই এখন আশঙ্কা বাড়ছে।আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন কলকাতার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩০ ও ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরেই থাকবে।শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণ বঙ্গের জেলাগুলিতে, মূলত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলা গুলিতে রাতের তাপমাত্রায় বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না। শনিবার থেকে চড়বে পারদ।হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি সপ্তাহান্তে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। তারপরের কিছুদিন আবার তাপমাত্রায় বড়সড় হেরফের হবে না।দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত পরিষ্কার আকাশ। কুয়াশার সম্ভাবনা নেই কোনও জেলাতেই। চড়া রোদে দিনের বেলায় অস্বস্তি অনুভূত হতে পারে।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এখনও হালকা শীতের আমেজ জারি রয়েছে। আজ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে।উত্তরবঙ্গের এই তিন জেলায় দৃশ্যমানতা ৯৯৯ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে থাকবে। আগামী সাতদিনে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রায় কোনও পরিবর্তন হবে না।

রমজানের পবিত্রতায় মানবিকতার মহোৎসব

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ রমজান মানেই আত্মশুদ্ধির মাস, দান-সদকার মাস, আল্লাহর পথে নিজেকে উৎসর্গ করার মাস। এই পবিত্র মাসে নেকি অর্জনের প্রত্যয়ে প্রতি বছরের মতো এ বছরও এক অনন্য মানবিক উদ্যোগের সাক্ষী থাকল মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি অঞ্চল।

মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি এলাকায় ঘিস নদী-র পাশে অবস্থিত বহু পুরোনো একটি সরকারি ডোবা দীর্ঘদিন ধরেই অবহেলায় পড়ে ছিল। একসময় প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়া সেই জলাশয়কে নতুন জীবন দিয়েছেন এলাকার কয়েকজন উদ্যোগী যুবক। সমাজের জন্য কিছু করার অদম্য ইচ্ছা থেকেই চার বছর আগে তারা নিজেদের অর্থ ও শ্রমে ডোবাটি পরিষ্কার করে সেখানে মাছ চাষ শুরু করেন। ধীরে ধীরে সেই উদ্যোগ শুধু সফলই হয়নি, বরং তা এলাকায় এক অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিবছর পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ডোবায় চাষ করা মাছ গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রথম রোজার সকাল থেকেই ডোবার পাড়ে ভিড় জমাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই উপস্থিত ছিলেন এই মানবিক উদ্যোগের অংশীদার হতে। ছোট ছোট বাচ্চারা আনন্দে মাছ ধরতে ব্যস্ত, আর যুবকেরা সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়ানো মানুষের হাতে এক কিলো করে কাতলা ও বাটা মাছ তুলে দেন। পুরো এলাকাজুড়ে যেন এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শুধু স্থানীয় বাসিন্দারাই নন, আশেপাশের অঞ্চল থেকেও বহু মানুষ এই উদ্যোগ দেখতে ভিড় করেন। এমনকি শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রাপথের পথচারীরাও দৃশ্যটি দেখে মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ থেমে যান। কেউ মাছ কিনতে চাইলে উদ্যোক্তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেন এটি বিক্রির জন্য নয় মানুষের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য। অনেক পথচারীকেও

হাসিমুখে মাছ তুলে দেওয়া হয় ।উদ্যোক্তা রফিসার জানান, ঘিস নদী এলাকার কয়েকজন যুবকের সম্মিলিত চিন্তা থেকেই এই উদ্যোগের সূচনা। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মোঃ সইদার রহমান, সাফুল হক, এমডি সয়াবিন, ওয়াজেদসহ আরও অনেকে। তাদের বক্তব্য, আগে ব্যক্তিগত নানা কাজে যে অর্থ ব্যয় হতো, তার একটি অংশ সমাজের কল্যাণে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত থেকেই এই পথচলা শুরু। প্রতিবছর ডোবায় কাতলা, বাটা, মৃগেলসহ বিভিন্ন প্রজাতির পোনা ছাড়া হয়। সারা বছর নিজেরাই মাছের পরিচর্যা, খাদ্য প্রদান ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। সেই পরিশ্রমের ফসলই রমজান মাসে গ্রামের মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিন প্রায় দেড় কুইন্টাল মাছ বিতরণ করা হয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানান। স্থানীয়দের মতে, বর্তমান সময়ে যখন অনেকেই নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, তখন এমন উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক বার্তা ছড়ায়। বিশেষ করে রমজান মাসে বিনামূল্যে মাছ বিতরণ দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের জন্য বড় সহায়তা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক পরিবারই জানিয়েছেন, এই উদ্যোগ তাদের মনে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতি জাগিয়েছে ।গ্রামের প্রবীণদের মতে, এই উদ্যোগ শুধু একটি দান কর্মসূচি নয় এটি মানবিকতা, ঐক্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। ওদলাবাড়ির এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই এলাকাজুড়ে প্রশংসিত। স্থানীয়দের আশা, আগামী দিনেও এই মানবিক প্রচেষ্টা আরও বড় পরিসরে অব্যাহত থাকবে এবং রমজানের পবিত্রতা বুকে নিয়ে সমাজে ছড়িয়ে দেবে ভালোবাসা ও সহমর্মিতার আলো।

বিশ্বভারতীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

নয়া জামানা,শান্তিনিকেতন ঃ যথাযোগ্য মর্যাদায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীতে উদযাপিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এদিন সকালে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানের সুরে পদযাত্রার মধ্য দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীরা। এই বিশেষ দিনে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্কের বরফ গলার ইঙ্গিত দিয়েছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। তিনি ঘোষণা করেন, দ্রুত পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে শান্তিনিকেতনের বাংলাদেশ ভবন সংগ্রহশালা ।শান্তিনিকেতনে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ একটি রক্ত চন্দন চারা রোপণ করেন। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর তিনি বলেন, সেখানে নতুন সরকার গঠন হয়েছে। আমরা আশাবাদী যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। হেরিটেজ ওয়াকের আদলে আমরা বাংলাদেশ ভবনের মিউজিয়ামটি সাধারণ দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেব ।উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর নিরাপত্তা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে মজিবুর রহমানের মূর্তি ও ঐতিহাসিক নথিতে সমৃদ্ধ এই সংগ্রহশালাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ।উৎসবে শামিল হওয়া বাংলাদেশি পড়ুয়া কথা ঘোষ ও অর্পা কুণ্ডু জানান, ভাষা আন্দোলন আজ বিশ্বজনীন। বাংলাদেশে বিএনপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমানের শপথ গ্রহণের পর তাঁরা ভিসা জটিলতা মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন। তাঁদের মতে, দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের যাতায়াত আরও সহজ করবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার উপস্থিতি ইতিবাচক সম্পর্কেরই ইঙ্গিত দেয় ।৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল এই বাংলাদেশ ভবন। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ২০১০ সালে রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি বাঙালি জাতির এই দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস আজ বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণে গানে ও শ্রদ্ধায় মূর্ত হয়ে ওঠে। উপাচার্য স্পষ্ট জানান, সব বিপন্নপ্রায় ভাষা রক্ষা করাই তাঁদের অঙ্গীকার।

প্রেমের ফাঁদে প্রতারণা, গ্রেফতার যুবক

নয়া জামানা ,দুর্গাপুর ঃ প্রেমের সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে ১৫ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে দুর্গাপুর থেকে গ্রেফতার করা হলো এক যুবককে। ধৃতের নাম রজত দাস, তিনি দুর্গাপুরের শ্যামপুর কলোনির বাসিন্দা। হাওড়ার এক বৃহন্নলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার পুলিশ অভিযুক্তকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৭ সালে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হাওড়ার ওই বৃহন্নলার সঙ্গে রজত দাসের পরিচয় হয়। অভিযোগকারী জানিয়েছেন, রজত প্রথম থেকেই তার আসল পরিচয় জানতেন। সময়ের সাথে সাথে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই বিশ্বস্ততার সুযোগ নিয়েই রজত ব্যবসা ও ব্যক্তিগত নানা অজুহাতে ধাপে

ধাপে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেন বলে অভিযোগ ।২০২২ সাল থেকে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয় যখন বৃহন্নলা তার দেওয়া টাকা ফেরত চান। টাকা ফেরতের বদলে রজত দুর্ব্যবহার শুরু করলে বিষয়টি আইনি মোড় নেয়। নিরুপায় হয়ে ওই বৃহন্নলা আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কোকওভেন থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ এদিন রাতে অভিযান চালিয়ে রজতকে গ্রেফতার করে ।এদিন ধৃত রজত দাসকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিচারক জামিনের আবেদন নাকচ করে দেন এবং ঘটনার গভীরে যেতে অভিযুক্তকে চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ।আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে প্রতারিত ওই বৃহন্নলা বলেন, আমি ওকে বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু ও আমার আবেগের সুযোগ নিয়ে সর্বস্ব লুটে নিয়েছে। আমি ওর কঠোর শাস্তি চাই। পুলিশ জানিয়েছে, এই বিশাল অঙ্কের টাকা কোথায় খরচ করা হয়েছে বা এর পেছনে অন্য কারও মদত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁশের সেতু পারাপার

চরম দুর্ভোগে কেশপুরের পরীক্ষার্থীরা

নয়া জামানা, কেশপুর ঃ পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে গতিরোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে নদী। তবে কোনও কংক্রিটের সেতু নয়, ভাঙাচোরা একটি বাঁশের সাঁকোই এখন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর ও সরিষাখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষের একমাত্র ভরসা। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন কুমিরচক এলাকার এই জরাজীর্ণ সেতু দিয়ে সাইকেল কাঁধে নিয়ে জীবনের ঝুঁকি পারাপার হতে হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের ।পারাং নদীর একপাশে রসুনচক ও আন্দিচক সহ একাধিক গ্রাম, আর অন্যপাশে বিস্তীর্ণ জনপদ। স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে তারা একটি স্থায়ী সেতুর দাবি জানিয়ে আসছেন। গ্রীষ্মে কোনোমতে যাতায়াত করা গেলেও, বর্ষাকালে নদী ফুঁসে উঠলে দুই পঞ্চায়েতের মধ্যে যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সুরাহা না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে ।সেতু নিয়ে দীর্ঘদিনের এই বঞ্চনা এবার রাজনৈতিক যুদ্ধে রূপ নিয়েছে। মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির

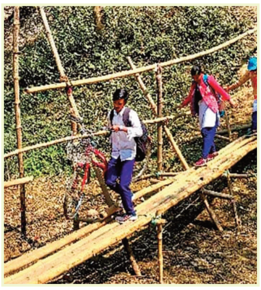

সহ-সভাপতি শঙ্কর গুছাইত শাসকদলকে আক্রমণ করে বলেন, তৃণমূল নেতারা কাটমানি আর দুর্নীতিতে ব্যস্ত, সেতু করার সময় তাদের নেই ।পাল্টা জবাবে কেশপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা বলেন, বাম আমলে মাত্র একটি সেতু হয়েছিল, আমরা কুড়িটি তৈরি করেছি। আরও কিছু সেতুর টেন্ডার চলছে। এছাড়া ব্লকে ৫০০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে। বিজেপি নেতাদের কটাক্ষ করে তিনি 'বিনামূল্যে ছানি অপারেশন' করিয়ে দেওয়ারও প্রস্তাব দেন ।কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গড়াই জানিয়েছেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অধীনে এলাকায় প্রভূত উন্নয়ন হচ্ছে। কুমিরচক এলাকার এই সমস্যার কথা তারা জানেন এবং দ্রুত সমাধানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

সংবাদ নয়া জামানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা ও
মহকুমা থেকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৮৯২৭৭৮৮১০৪

নয়া জামানা
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

মুর্শিদাবাদের

কড়িয়াল ও গরদের শাড়ি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আমরা যা ‘মুর্শিদাবাদি সিল্ক’ বলে জানি, তার বেশির ভাগই তৈরি হয় মির্জাপুরে। এবছর সেখানকার তৈরি কড়িয়াল গরদ শাড়ি পেয়েছে জিআই তকমা । ভৌগলিক পরিচয় বা জিআই গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এই রাজ্য-সহ সারা দেশে এমন বহু পণ্য আছে, যেগুলো একটি বিশেষ অঞ্চলেই তৈরি হয়। সেখানকার পণ্য হিসেবে তা সর্বত্র বিখ্যাত বা জনপ্রিয়। জিআই স্বীকৃতি নির্ভর করে তার প্রাচীনত্ব, সেই সংক্রান্ত প্রামাণ্য তথ্য, যাঁরা সেটি বানাচ্ছেন তাঁদের পূর্বসূরিরা প্রথম থেকে তা বানাতেন কি না সে সব বিশ্লেষণের পর। সেই নিরিখেই গরদ ও কড়িয়াল জিআই তকমা পেয়েছে।

কয়েকশো বছরের পুরোনো এই শিল্পের ইতিবৃত্ত। গরদ হলো একধরনের সিল্ক। গরদ শাড়ি হতেই হবে খাঁটি রেশম সুতোয় বোনা। আমাদের ভারতবর্ষে চার রকমের প্রাকৃতিক সিল্ক মেলে - মালবেরী সিল্ক যা রেশম চাষ করে আহরণ করা যায়; এছাড়া তিন রকমের বন্য রেশম - তসর, এরি এবং মুগা। গরদ শাড়ির টানা পোড়েন (আড়ে বহরে) দুদিকেই থাকবে মালবেরী সুতো। মোদ্দা কথা গরদ হল বাঙালিদের আপন হাতে তৈরি ক্ষ্মপিওর সিল্কক্ষ্ম। সেই বৈদিক যুগ থেকেই হিন্দুদের মধ্যে একদম খাঁটি রেশমবস্ত্র পরে পুজোআর্চার চল। এবার আদিকাল থেকে, ব্রিটিশ আসারও অনেক আগেই রেশম চাষ থেকে শুরু করে সুতো পাকানো, রং করা, কাপড়-ধুতি-উত্তরীয়-রুমাল বোনা ইত্যাদি সমস্তই হত আমাদের অবিভক্ত বঙ্গদেশে; মূলত তৎকালীন মুর্শিদাবাদ-মালদা-বগুড়া-রাজশাহী অঞ্চলে। সে অবশ্য ভারতের আরও কিছু জায়গাতে হত। কিন্তু মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যাপার ছিল ঐ অঞ্চলের রেশম বয়নশিল্পীদের মধ্যে হিন্দু প্রাধান্য আর জলপথে যোগাযোগের সুবিধা। ইসলাম ধর্মে খাঁটী রেশম পরা নিষেধ; কাজেই দেশের অন্য রেশম বয়নকেন্দ্র গুলিতে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বেশি থাকায় সেখানে পিওর সিল্ক বোনার পরিমাণ ছিল কম, অন্য সুতোর মিশেলে বোনা হতো। ফলে মুর্শিদাবাদের বোনা গরদের চাহিদা ছিল দেশজুড়ে এবং দেশের বাইরেও।

পিওর মালবেরী সিল্ক ছাড়াও আজকালকার গরদ শাড়ির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল ভেলভেট পাড় - সামনের দিকে জেল্লাদার, উল্টোদিকে সামান্য ম্যাট ফিনিশ। এইরকম পাড় বুনতে গেলে ব্যবহার করতে হয় ৪*১ ট্যুইল টেকনিক। ডেনিম জিন্স তৈরি হয় এই নুনন পদ্ধতিতে। পুজোর অনুষঙ্গের কারণেই ঐতিহ্যগতভাবে গরদ হয় সাদা। ছেলেদের সাদা গরদের ধুতি; মেয়েদের জন্য সাদা ঢালা জমির শাড়ি, তাতে টকটকে লাল পাড়। এই টকটকে লাল রঙের পাড় হল মির্জাপুরি ক্ষ্মকড়িয়ালক্ষ্ম গরদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য - এই কড়িয়াল গরদ অন্যান্যদের থেকে আরও একটু আলাদা, আরও বেশি স্পেশাল। কড়িয়াল হলো এক ধরনের বয়নপদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পোড়েনে থাকবে তিনটে সুতো, পাড় আর জমির সীমারেখায় তারা শিকলের মত করে সংযুক্ত থাকবে। ফলে জমির সাদা বা আর যে রঙেরই সুতো হোক - তা পাড়ে মিশবে না - এই হল কড়িয়াল বোনার গোড়ার কথা। দক্ষিণভারতে, তামিলনাড়ুর থাঞ্জাভুরের দিকেও এই ধরনের বয়নপদ্ধতির খোঁজ পেলাম, সেখানে এর নাম কোরভাই। বংশপরম্পরায় চলে আসা এই কড়িয়াল পদ্ধতির কোন প্রামাণ্য ইতিহাসের হদিশ দিতে পারেন না কেউ। মির্জাপুরে এই শাড়ি প্রস্তুতকারী তাঁতিশিল্পীর সংখ্যাও হাতে গোনা, এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েও তাঁরা চিন্তিত।

জিআই পাওয়ার পর আপনাদের অবস্থার কি কোনও হেরফের হয়েছে? মুর্শিদাবাদ মির্জাপুর হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি-র তরফে সুব্রত গুঁচি বলেন, “কড়িয়াল শাড়ির শিল্পী বড়ো জোর ২ শতাংশ। মজুরি কম, সময় বেশি। তবে মুর্শিদাবাদে গরদ বলতে মির্জাপুরের শিল্পীদের বোঝায়। সকলেই প্রায় গরদ তৈরির সঙ্গে জড়িত। স্বীকৃতি পেলে প্রচার বাড়বে, শিল্পীদের কদর, সুনাম বাড়বে। স্বভাবতই গরদ শিল্পীরা লাভবান হবে। এর ফলে সরকারি ওয়েবসাইট থেকে বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষজন জানতে পারবেন মুর্শিদাবাদে গরদের কারিগর কারা।মুর্শিদাবাদে মির্জাপুর মূলত গরদ সিল্কের জন্য খ্যাত। আগে গরদের শাড়ি দখল করত সীতাহরণ, জটায়ু বধ, শকুন্তলা। এখন পুরাণ সরিয়ে তাতে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। মির্জাপুরে হাতে গোনা কড়িয়াল শিল্পীদের বাড়িতে একাধিক তাঁত রয়েছে। সবেতেই কড়িয়াল ও জাকার্ড। গরদের শাড়িতে হাতের কাজ যতটা ভাল ফুটিয়ে তোলা যায় অন্য শাড়িতে তা যায় না। কড়িয়ালে সাদা শরীরের দুই দিকে ৫ থেকে ৭ ইঞ্চির পাড়। সুন্দর দেখতে লাগে। কড়িয়াল গরদের মধ্যে একটি ক্লাসিক প্রোডাক্ট। কড়িয়াল শাড়ি তৈরির জন্য যে সময় লাগে বাস্তবে গরদের অন্য শাড়ি সেই সময়ে ২ থেকে ৩টি তৈরি করা যায়। সেই কারণেই তাঁতিরা কড়িয়াল শাড়ি তৈরির দিকে যায় না। এই শাড়ি তৈরি করতে হয় সম্পূর্ণরূপে হাতে। সেই শাড়ির চাহিদা নেই তা নয়। কিন্তু দাম বেশি, তুলনায় সময়ের কারণে মজুরি কম। তাই শুধু কড়িয়ালের উপর জিআই ট্যাগিংয়ে সেভাবে কোনও সুবিধে হবে না তাঁত শিল্পীদের। তবে সমস্ত গরদ যদি জিআই তকমা পেয়ে থাকে তবে মুর্শিদাবাদের গরদ যথেষ্ট লাভবান হবে ভবিষ্যৎ বাণিজ্যে ।দ বলেন সুব্রতবাবু।

মুর্শিদাবাদে মির্জাপুর মূলত গরদ সিল্কের জন্য খ্যাত। আগে গরদের শাড়ি দখল করত সীতাহরণ, জটায়ু বধ, শকুন্তলা। এখন পুরাণ সরিয়ে তাতে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। সাদা সিল্কের সুতোকে বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে তা দিয়েই তৈরি হচ্ছে গরদের রঙিন জাকার্ড শাড়ি। কোনওটা সিঙ্গল জাকার্ড, কোনওটা ডাবল। তার সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে থার্ড জাকার্ডের তাঁতের ছোঁয়া। একটায় পায়ের দিক, দ্বিতীয়টা বডি এবং তৃতীয়টা মিনা। এই ত্রিমুখী নকশার অভিনবত্বে তা নজরে ধরেছে আধুনিকাদেরও। পুরোনোকে সঙ্গে নিয়েই আজ সাজ-এ ধরা পড়ছে পরিবর্তন।

জাকার্ডের কারিগর হাতে গোণা, তাই চাহিদার সঙ্গে জোগানের তাল মেলাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে তাঁত শিল্পীদের। মির্জাপুরের ব্যবসায়ীদের কথায় দু’বছর আগেও জামদানি, কাঁথা স্টিচ, আরি স্টিচ, নিমজরির বাজার ছিল মির্জাপুরে। এখন নাকি সেই সব শাড়ির চাহিদা নেই। রঙিন জাকার্ড মির্জাপুরের শিল্পীরাই তৈরি করেন। দামে বেশি হলেও মেয়েদের চোখ টানছে। সিল্কের শাড়িতে এ বার নতুনত্ব এনেছে মির্জাপুর। এ বার পুজোর বাজার অনেকটাই দখল করেছিল জাকার্ড ব্রোকেড। পাঁচ হাজার থেকে আট হাজার টাকা পর্যন্ত দামের এই সিল্কের শাড়ির চাহিদা বিপুল। এ হল জাকার্ড তাঁতে বোনা রঙিন গরদ সিল্কের শাড়ি। সীতাহরণ, জটায়ু বধ, শকুন্তলাদের দৃশ্য পাল্টে এখন নকশায় লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। সাদা সিল্কের সুতোকে বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে তার সঙ্গে থাকছে মিনার কাজ। বাজারে এই শাড়ি চলছে “জাকার্ড ব্রোকেড অল মিনা” নামে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।